গোষ্ঠী অনুপ্রবেশের ১ বছর : কক্সবাজার সিএসও এনজিও ফোরামের সভা

মানবিক মর্যাদা নিয়ে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আর্ন্তজাতিক মহলের সক্রিয় ভূমিকার প্রত্যাশা

জেআরপি ২০২১:
তাকাতে হবে সামনের দিকে:
চাই স্থানীয়করণ এবং গণতান্ত্রিক মালিকানা

কক্সবাজার সিএসও এবং এনজিও ফোরাম (সিসিএনএফ)

“সরকারের সঙ্গে ইতিবাচক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে কক্সবাজারে মানবাধিকার এবং নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে কাজ করে যাচ্ছে এনজিও এবং সুশীল সমাজ সংগঠনের এই নেটওয়ার্ক”

সিসিএনএফ-এর উদ্দেশ্য

- এনজিওগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন
- কক্সবাজারের মানবাধিকার ও নারী-পুরুষ সমতাভিত্তিক সিএসও এবং এনজিওগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি
- স্থানীয়করণ এবং জবাবদিহিতার বিকাশ
- সরকারের সাথে ইতিবাচক সম্পৃক্ততার সঙ্গে কাজ করা

কক্সবাজারের স্থানীয় এনজিও, ও জাতীয় এনজিও যারা কক্সবাজারে কাজ করে তাঁরা এর সদস্য হতে পারেন

স্থানীয় সরকার, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সিএসও/ এনজিও-এর নেতৃত্বে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে টেকসই মানবিক কর্মসূচি বাস্তবায়নই স্থানীয়করণ

ব্যাখ্যা

সংশ্লিষ্ট দলিল

- জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা, আন্তর্জাতিক রেডক্রস/রেডক্রিসেন্ট এবং বহুপাক্ষিক আর্থিক সংস্থাগুলি স্বাক্ষরিত অংশীদারিত্বের নীতিমালা (২০০৭)।
- প্রায় সমস্ত বড় আইএনজিও দ্বারা প্রবর্তিত চার্টার ফর চেঞ্জ (২০১৫)
- জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থাসমূহ এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক আইএনজিও স্বাক্ষরিত গ্র্যান্ড বারগেন চুক্তি (২০১৬)
- অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক জবাবদিহিতা জোরদার করতে এবং স্থানীয় টেকসই শক্তির সাথে কাজ করার লক্ষ্যে জাতিসংঘের প্রবর্তিত নিউ ওয়ে অফ ওয়ার্কিং
- ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত গ্র্যান্ড বার্গেইন মিশন।

স্থানীয়করণ বলতে আমরা যা বুঝি

গণতান্ত্রিক মালিকানা

“রাষ্ট্র ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নাগরিক সমাজ, সুশীল সমাজের একটি সম্পর্ক, যাতে নীতি নির্ধারণ, উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যালোচনাতে সুশীল সমাজসহ নাগরিকবৃন্দের অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা হয়।

নাগরিক সমাজ নিজেদের কথাগুলো বলার সুযোগ পাবেন, রাষ্ট্র এবং প্রতিষ্ঠানের তথ্যে নাগরিক সমাজের প্রবেশাধিকার থাকবে”

জেআরপি পর্যালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি

রোহিঙ্গা সংকট দীর্ঘায়িত হচ্ছে এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি স্থানীয়দের এখনও ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে

বাংলাদেশের জাতীয় এবং স্থানীয় সিএসও / এনজিও মানবিক সংকট মোকাবেলায় পেশাদারিত্ব এবং পরিপক্ষতা অর্জন করেছে, স্থানীয় সিএসও / এনজিওকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া উচিত

রোহিঙ্গা সংকাট মোকাবেলায় অর্থসাহায্য ক্রমশ কমে যাচ্ছে, সীমিত অর্থসাহায্য দিয়েই রোহিঙ্গা সংকট মোকবেলায় সক্ষমতা বাড়াতে হবে

উখিয়া এবং টেকনাফের পরিবেশ পুনরুদ্ধারে যথাসম্ভব দ্রততম সময়ে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে

স্থানীয়করণ
হতে হবে বাস্তবায়ন কৌশল

১ মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি প্রত্যক্ষভাবে বাস্তবায়ন করবে স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিও দ্বারা। আইএনজিও এবং ইউএন এজেন্সিগুলির কার্যক্রম নজরদারি/মনিটরিং, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং তহবিল সংগ্রহে সীমিত থাকা উচিত

২ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমায় পরিকল্পিত উপায়ে প্রযুক্তি ও দক্ষতা/জ্ঞান হস্তান্তর করা উচিৎ। আইএনজিও এবং জাতিসংঘের সমস্ত পদ জাতীয় পেশাদারদের দ্বারা পুরণ করা উচিৎ

৩ মাঠ পর্যায়ে এবং কক্সবাজার পর্যায়ে বাংলাকে যোগোযোগের মাধ্যম করতে হবে। বাংলাদেশে গ্র্যান্ড বার্গেইন মিশনের একটি সুপারিশও ছিল এটি (সেপ্টেম্বর ২০১৮)

৪ এনজিওগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব নির্বাচন হতে হবে নির্দিষ্ট মানদন্ড, এবং প্রতিযোগিতাভিত্তিক নীতিমালা অনুযায়ী এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে । কক্সবাজারের অধিকারভিত্তিক নাগরিক সমাজ বিকাশের স্বার্থে স্থানীয় এনজিওগুলিকে প্রধান্য দিতে হবে

লোকালাইজেশন রোডম্যাপ

প্রকাশ করতে হবে, চাই বাস্তবায়ন

- লোকালাইজেশন টাস্কফোর্স (এলটিএফ) গঠিত হয় ২০১৯ সালের জুন মাসে
- ২০২০ সালের জুনে স্থানীয়করণের রোডম্যাপটি এসইজি-তে জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই প্রতিবেদন এখনো প্রকাশিত হয়নি
- ইউএনডিপি, আইএফআরসির নেতৃত্বে এলটিএফ গঠিত হয়েছিল এবং ইউএনএইচসিআর, এসসিআই, অক্সফাম, ইসিও (ইইউ) এবং ইউকেএইড (এফসিডিও) এর মতো সংস্থার সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়েছিল। তিনজন স্বতন্ত্র পরামর্শদাতা শিরীন হক এবং আবদুল লতিফ খান ও মিসেস শাহানা সম্পৃক্ত ছিলেন।
- ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যায়ের সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস রোডম্যাপটি তৈরি করে
- জেআরপি ২০১৮, ১৯ এবং ২০২০-তে স্থানীয়করণ সম্পর্কে উল্লেখ আছে , ২০২১ তে এ বিষয়ে কিছুই নেই!

> দ্রষ্টব্য: স্ট্র্যাটেজিক একজিউকেটিভ গ্রুপ (এসইজি): আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থার নেতৃত্বের সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ফোরাম, জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি, আইওএম চিফ অফ মিশন, ইউএনএইচসিআর বাংলাদেশ প্রধান এর তিনজন কো-চেয়ার

অর্থ সহায়তার স্বচ্ছতা

স্থানীয় এনজিওগুলো উপেক্ষিত !

Humanitrian Advisory Group and NIRAPAD (When The Rubber Hits The Road, 2017)

অনুযায়ী তহবিল বরাদ্দের হিস্যা

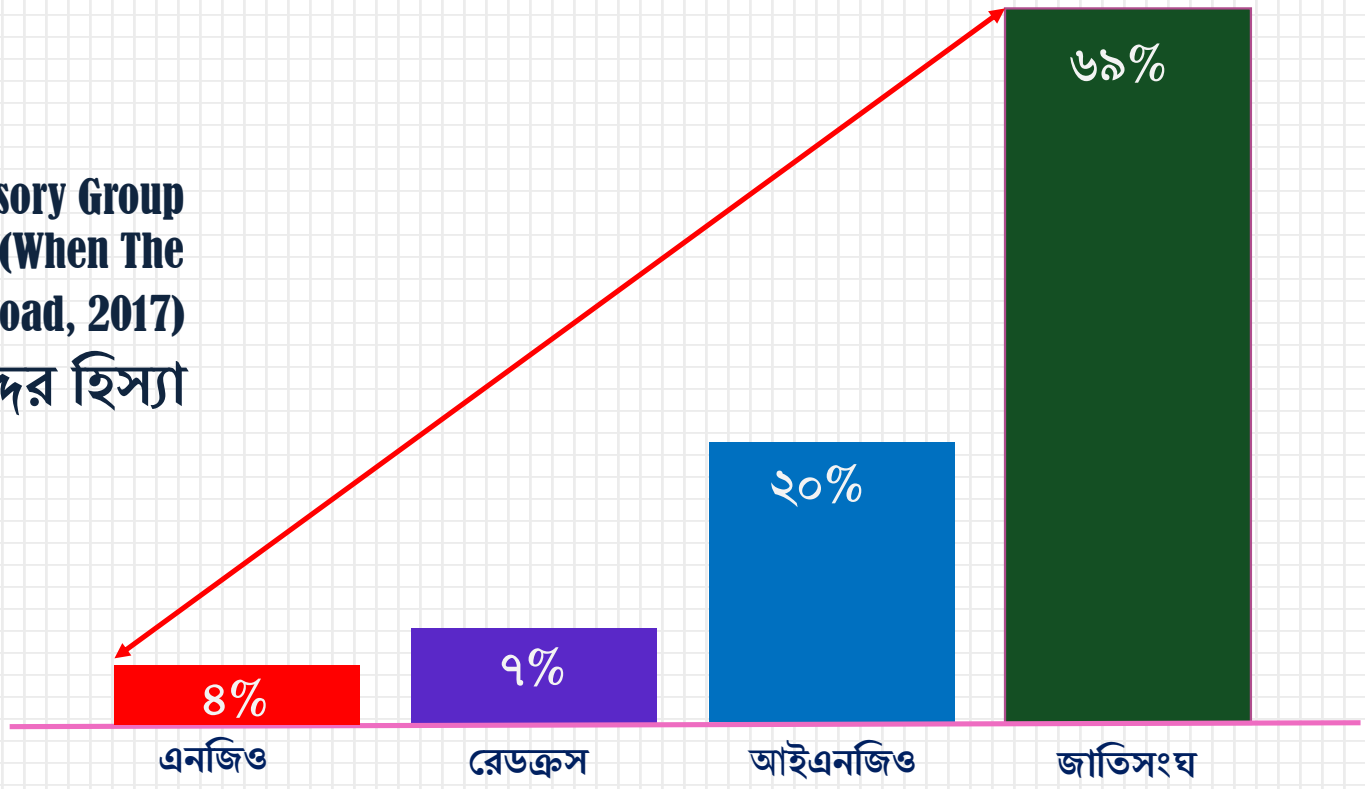

অর্থ সহায়তার স্বচ্ছতা কেন প্রয়োজন?

- সহায়তার স্বচ্ছতা গ্র্যান্ড বার্গেইনের প্রথম প্রতিশ্রুতি
- সর্বনিম্ন পরিচালন ব্যয় দিয়েই রোহিঙ্গাদের জন্য সর্বোচ্চ অর্থ সরাসরি খরচ করতে হবে।

- প্রতিটি রোহিঙ্গা পরিবারের জন্য গড়ে ৪২৮ ডলার এসেছে (৩৫,৯৫২ টাকা) (মোট তহবিল/ মোট পরিবার/মোট মাস)। ২০১৭-২০ পর্যন্ত মোট তহবিল ২.৭৮ বিলিয়ন ডলার
- আমাদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী প্রতিটি পরিবার সরাসরি সেবা ও ত্রাণ পেয়েছে ১৩০ ডলারের (১০,৯৫০ টাক)
- খাদ্য এবং খাদ্য-বহির্ভূত ত্রাণ, আশ্রয়, বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহের জন্য খরচ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, (অন্যান্য পরিষেবাগুলির জন্য খরচ এতে অন্তর্ভুক্ত নয়)
- পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা খরচ কত?

Source: CCNF and COAST studt, October, 2020

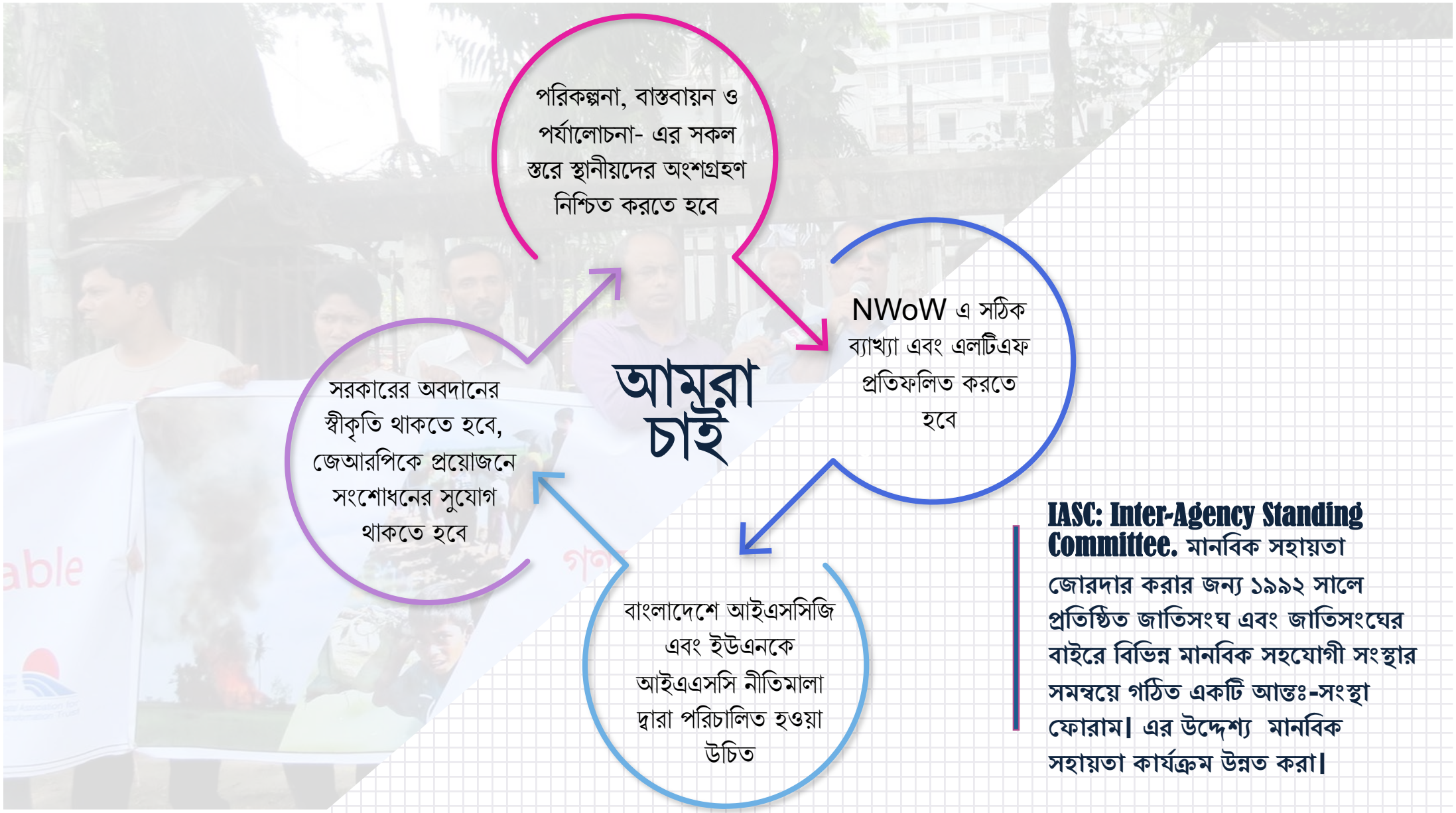

IASC: Inter-Agency Standing Committee. মানবিক সহায়তা জোরদার করার জন্য ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘের বাইরে বিভিন্ন মানবিক সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্তঃ-সংস্থা ফোরাম। এর উদ্দেশ্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম উন্নত করা।

আমাদের দাবি

- স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় এনজিওগুলিকে আরআরআরসি বৈঠকে মাসিক ভিত্তিতে আইএসসিজি'র সঙ্গে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে
- রোহিঙ্গা ত্রাণ কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যা বিবেচনারপ্ রয়োজন : (১) দু'তলা আশ্রয় কেন্দ্র (২) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কক্সবাজারের সমস্ত জাতীয়, আইএনজিও এবং ইউএন এজেন্সিগুলিকে অবশ্যই (১) স্থানীয়করণ, (২) স্থানীয় পরিবেশ পুনরুদ্ধার, (৩) স্থানীয় পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং (৪) স্থানীয় সিএসও বিকাশের নীতি সম্পর্কিত স্বতন্ত্র পরিকল্পনা ঘোষণা করতে হবে।
- ইউএনকে অবশ্যই স্থানীয় অর্থনীতি এবং স্থানীয় ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা বিকাশের জন্য অর্থনৈতিক সংহতকরণ নীতি ঘোষণা করতে হবে।
- ইউএনডিপি'র কক্সবাজার উন্নয়ন নীতি, কেবল কাগুজ বাঘ হওয়া উচিত নয়, এটি আরও অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং আরও কর্মমুখী হওয়া উচিত

আমাদের সুপারিশমালা

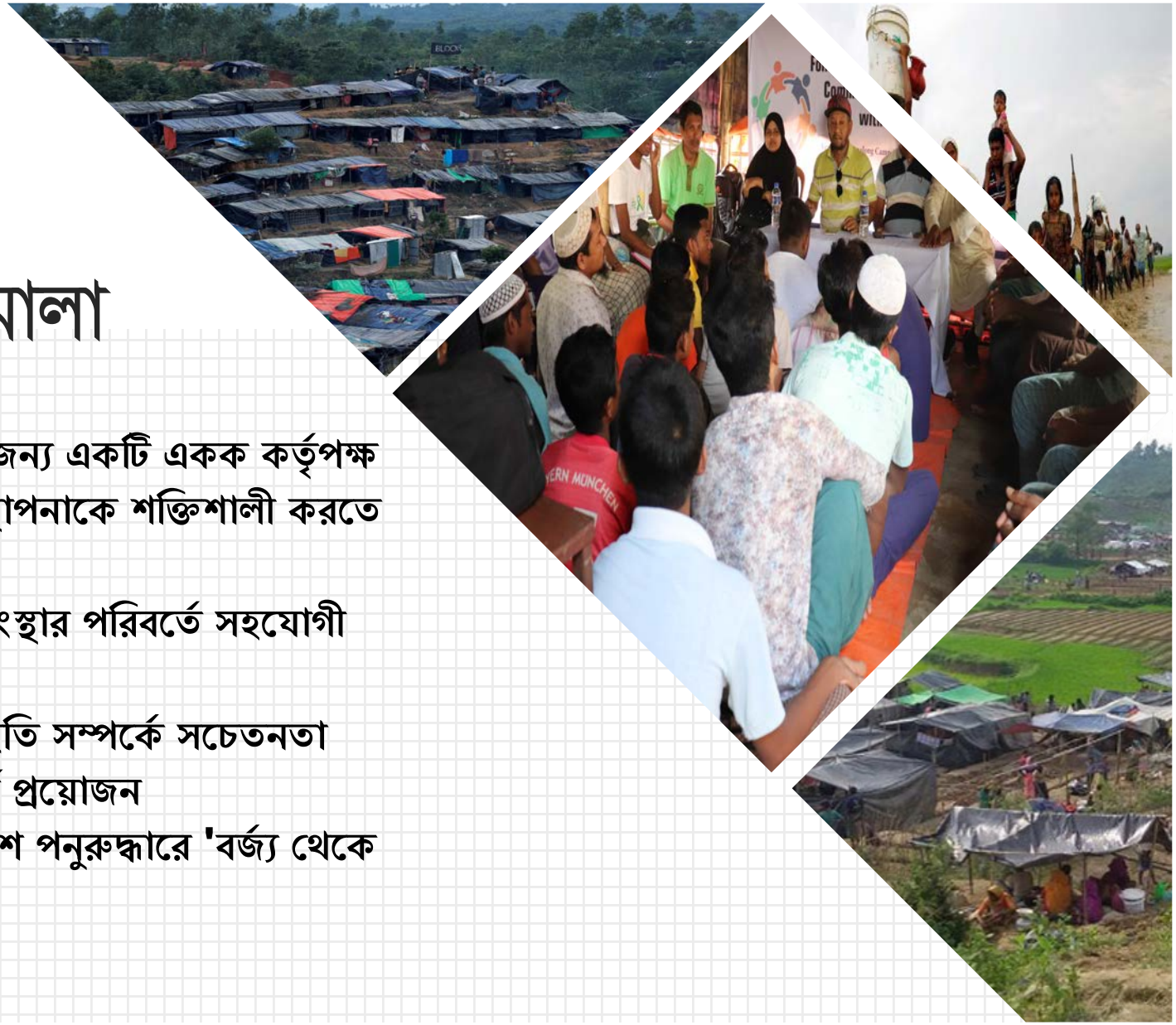

- কর্মসূচি এবং তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য একটি একক কর্তৃপক্ষ প্রণয়নসহ সরকারের রোহিঙ্গা ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করতে হবে
- আইএসসিজি'র মতো সমান্তরাল সংস্থার পরিবর্তে সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করতে হবে
- শান্তি বিনির্মাণ এবং সামাজিক সংহতি সম্পর্কে সচেতনতা এবং নেটওয়ার্কিং একটি অপরিহার্য প্রয়োজন
- প্লাস্টিক নিষিদ্ধ এবং স্থানীয় পরিবেশ পনুরুদ্ধারে 'বর্জ্য থেকে জ্বালানী' ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

জেআরপিকে হতে হবে কার্যকর পরিকল্পনা
কেবল করার জন্য করলেই হবে না

সবাইকে ধন্যবাদ